দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র শায়খ আবু মোহাম্মাদ আল আদনানীর বক্তব্য

FURAT

দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র শায়খুল মুজাহিদ শায়খ আবু মোহাম্মাদ আল-‘আদনানী আশ-শামী (হাফিযাহুল্লাহ) এর বক্তব্য

কাফিরদের বলে দিন, “তারা পরাভূত হবে”

সকল প্রশংসা আল্লাহ’র, যিনি প্রতাপশালী এবং সর্বশক্তিমান। তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক, যাকে তরবারি সহকারে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর,

আল্লাহ (তায়ালা) বলেন, {কাফিরদেরকে বলে দিন, “তোমরা পরাভূত হবে এবং জাহান্নামে তোমাদের জমায়েত করা হবে, সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।” নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য।} [আলে-‘ইমরান: ১২-১৩]

হে ক্রুসেডার, রাফিদা, ধর্মনিরপেক্ষ, মুরতাদ, ইহুদী এবং সকল কুফফাররা... তোমাদের যত খুশি মুসলিমদের বিরুদ্ধে একে অপরের সাথে জোটবদ্ধ হও। একত্রিত হও, পাগলের মত ঘুরপাক খাও, ষড়যন্ত্র কর, ফন্দি আঁটো আর সৈন্য সমাবেশ কর। নিশ্চয়ই, তোমরা পরাভূত হবে এবং জাহান্নামে তোমাদের সমবেত করা হবে। হে ক্রুসেডাররা, তোমরা পরাভূত হবে। যে রাফিদা, তোমরা পরাভূত হবে। যে মুরতাদরা, তোমরা পরাভূত হবে। হে ইহুদীরা, তোমরা পরাভূত হবে। তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি এটাই আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত পন্থা, যেমনটা হয়েছিল ফিরাউনের অনুসারী এবং নুহ ও হুদ ('আলাইহিমাস সালাম) এর সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি। তোমরা পরাভূত হবে, যেমনটা হয়েছিলে বদর, আল-আহযাব এবং খাইবারের যুদ্ধে। তোমরা পরাজিত হবে, যেমনটা আল-ইয়ামামাহ এবং আল-ইয়ারমুকে হয়েছিলে। তোমরা আল-ক্বাদিসিয়্যাহ এবং নাহাওয়ান্দের যুদ্ধের ন্যায় পরাজিত হবে। পরাজিত হবে হিত্তিন আর ‘আইন-জালুতের ন্যায়। হে কুফফার, তোমরা সবাই একত্রে পরাজিত হবে। ভুলে যেও না, আর-রাক্কাহ, আল-ফাল্লুজাহ এবং মসুল বেশি দিন আগের কথা নয়। আর তাদমুর কিংবা আর-রামাদিও।

হে রাশিয়া, আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি পরাজিত হবে। হে আমেরিকা, তুমি পরাজিত হবে। তোমরা নিজেদের, নিজেদের সেনাবাহিনীদের এবং তোমাদের মিত্রদের জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করো, আর কতই না ভয়াবহ বাসস্থান সেটি।

আমেরিকা মনে করে, তা মুজাহিদিনদের উপর প্রভাবশালী হবে। কত ঘৃণ্য আমেরিকা এবং তার মিত্ররা। হে আমেরিকা, জেনে রাখো যে, আজকের দাওলাতুল ইসলাম তোমরা যেমনটা চিন্তা বা প্রত্যাশা করেছিলে সেরকম নয়। এর সত্যবাদী নেতা আর সৈনিকগণ আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তারা তাঁর ক্ষমাশীলতা এবং তাঁরই সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না। এই কারণেই, তারা কখনই এই দ্বীনের ব্যাপারে আপোষ-রফা করেন না। তারা তাদের রবের পরিবর্তে আর কাউকে ভয় করেন না। তারা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাঁকেই ডাকেন, তাঁরই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং তাঁরই উপর ভরসা করেন; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তারা

নিজেদের প্রতি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে সুনিশ্চিত। এই কারণেই, তারা মূর্তি সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করেছেন, তথাকথিত "চিহ্ন সমূহ," "উলামা," এবং "তাত্ত্বিকদের" পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সমূহকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে দেয়ালে ছুড়ে মেরেছেন। তারা "জনপ্রিয়তা" স্বার্থে নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন আপোষ করেন নি, কারণ "জনপ্রিয়তা" হল সমুদ্রে ভাসমান ফেনা। সেই কারণেই দাওলাতুল ইসলাম একটি পরিষ্কার পথে ধরে এক শুভ্র লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তা হচ্ছে এমন এক পথ, যা দাওলাতুল ইসলামের নেতাগণ নিজেদের লাশ আর কঙ্কাল দ্বারা অংকন করেছেন। তারা তাদের রক্ত দ্বারা এই পথকে আলোকিত করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায়, তাদের পরবর্তীরাও তা থেকে বিচ্যুত হবেন না। যেকেউ দাওলাতুল ইসলামের সারিতে যোগদান করেন, তিনি সেই আলো দ্বারাই আকৃষ্ট। তিনি এমন এক মানহায দ্বারা দৃঢ়পদ থাকেন, যা দাওলাতুল ইসলামের নেতাগণ নিবিড় ভাবে অনুসরণ করে গেছেন এবং তা এর সৈনিকগণের হৃদয়ে বহনকৃত হয়েছে। অতঃপর এই মানহায এমন এক নিরাপত্তার বেষ্টনী হয়ে দাড়িয়ে যে, এই মহান মানহাযে ত্রুটিপূর্ণ কেউ (দাওলাতুল ইসলামের) নেতৃত্ব গ্রহণ করার প্রচেষ্টা করলে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন, তাকে পরিত্যাগ করবেন এবং তিনি যেই হোন না কেন তাকে প্রতিস্থাপন করবেন।

অতঃপর, জেনে রাখো হে আমেরিকা, দাওলাতুল ইসলামের ঝাণ্ডাকে এখন বহন করছে এক নতুন প্রজন্ম। আল্লাহর ইচ্ছায়, পরবর্তী প্রজন্ম সমূহও তা অনুসরণ করবে। তাই এমন কিছুর সু-সংবাদ গ্রহণ করো হে আমেরিকা, যা তোমাদের কষ্ট দেয় কারণ দাওলাতুল ইসলাম আজ আল্লাহর ইচ্ছার পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। তা শক্তিশালী অবস্থান থেকে অধিক শক্তিশালী অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর। অন্যদিকে, আমেরিকা এবং এর মিত্ররা আজ পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক দুর্বল, তা দুর্বল থেকে দুর্বলতর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

নিশ্চয়ই, আমেরিকা আজ দুর্বল আর ক্ষমতাহীন। নিজের দুর্বলতা এবং ক্ষমতাহীনতার দরুন সে অস্ট্রেলিয়ার কাছে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করছে। সে তুরস্ক আর রাশিয়ার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে। তারা ইরানকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। সে কোন আপত্তি ছাড়াই স্বীকার করছে যে, তা শয়তানের সাথে মিত্রতা করতেও প্রস্তুত।

অতঃপর, শুনো এবং বুঝে নাও, হে আমেরিকা, মুজাহিদিনগণের সাথে তোমার এই যুদ্ধের প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে আমরা শক্তি অর্জন করছি এবং তুমি দুর্বল হচ্ছো। আল্লাহর ইচ্ছায়, আমাদের পরিকল্পনা মাফিকই যুদ্ধ চলছে। আমরা তোমাকে খোরাসান আর ইরাকের দুটি যুদ্ধে টেনে এনেছিলাম, যার দরুন তুমি ভিয়েতনামের যন্ত্রণা ভুলে গেছো। এই হচ্ছে তৃতীয় যুদ্ধ, যা শামে বিস্তৃত হচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছায়, এখানেই তোমার সমাপ্তি, ধ্বংস আর বিলীন হওয়া। যদি তোমরা সর্বনিম্ন ক্ষতি চাও, তাহলে তোমাদের অবশ্যই জিজিয়া প্রদান করতে হবে এবং আত্ম-সমর্পণ করতে হবে।

তা সত্ত্বেও, বোকা খচ্চর ওবামা ভেবেছিল যে, আকাশ শক্তি আর তাদের গোলাম দলাল আর সাহাওয়াতদের ব্যবহার করে এই যুদ্ধের ইতি টানা তার ক্ষমতার অধীন। তাই সে এই যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করলো, যেমনটা আমরা চেয়েছিলাম। তার উচিৎ ছিলো দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া আর "সমাধান" খোঁজার চেষ্টায় কাল ক্ষেপণ না করা। এই বোকা স্থল অভিযানকে সর্বশেষ পথ হিসেবে নিয়েছে। সে সর্বদা ব্যর্থই হবে, কারণ এখন আর কোন "সমাধান" নেই।

হে আমেরিকা, তোমরা স্থলে আসবে, অতি শীঘ্রই। কোন সন্দেহ নেই যে, সেখানেই তোমার ধ্বংস আর সমাপ্তি হবে। অতঃপর, ওবামা আমেরিকার জন্য রাফিদা ভাঁড়, নুরীর মতই এক উদাহরণ হবে। আমেরিকা যতদিন তার ধ্বংসাবশেষ নিয়ে টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ওবামাকে অভিশাপ দিয়ে যাবে।

হ্যাঁ আমেরিকা, তুমি আশ্চর্যান্বিত হবে। আজকের দাওলাতুল ইসলাম তোমার অনুমান ও প্রত্যাশার বিপরীত। হ্যাঁ আমেরিকা, তুমি পরাজিত হবে এবং ব্যাপক দুর্দশা আস্বাদন করবে। এর সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছে বেইজি, আল-আনবার, তাদমুর আর আল-খাইর। আমেরিকা তার সকল শক্তি ব্যবহার করেছে বেইজি দখল করার আর এর তেল শোধনাগারকে রক্ষা করার জন্য। আট মাসের অবিরত আর তীব্র যুদ্ধের পর, তা পরাজিত হয়েছে এবং অপমানের সহিত বহিষ্কৃত হয়েছে। তা অহংকারের সাথে মিথ্যাচার করলো এবং ডজন খানেক বার তা (বেইজি) দখল করার দাবি করলো। কিন্তু আমেরিকা বেইজিতে অপদস্থ হয়েছে এবং এর তেল শোধনাগারকে রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছে। আল্লাহর রহমতে, আমরা আমেরিকা এবং এর মিত্রদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের শক্তি দ্বারা বেইজি দখল করেছি।

আমেরিকা দাবি করেছে যে, দাওলাতুল ইসলাম দুর্বল হয়ে গেছে, রক্ষণাত্মক হয়ে গেছে, বিস্তার লাভ করতে অক্ষম হয়ে গেছে, পলায়ন করছে এবং নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। তারপর আল্লাহ আমাদের আর-রামাদি দান করার মাধ্যমে রহমত করেছেন এবং আমেরিকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা তা দখল করেছি। আমরা আস-সুখনা, তাদমুর আর আল-ক্বারিয়াতেইনে বিস্তার লাভ করেছি। এর দ্বারা আমেরিকার মিথ্যাচার এখন চোখের সামনে। আমেরিকার অপরাজিত হওয়ার সুনাম পরাজিত হয়েছে। এর ক্ষমতাহীনতা এবং দুর্বলতা এখন পরিষ্কার।

আজ মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে আমেরিকা যে সর্বোচ্চ "বিজয়" অর্জন করতে সক্ষম তা হলো, মুজাহিদিনগণকে এখানে-ওখানে একটি ছোট এলাকা বা গ্রাম থেকে বের করে দেয়া অথবা একজন মুসলিমকে হত্যা করা। আমেরিকা শায়খ আবুল-মু'তাজ আল-কুরাইশীকে (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) হত্যা করে আনন্দ আর দাম্ভিকতা প্রকাশ করতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। একে এক বিশাল বিজয় হিসেবে বিশ্বাস করতে তা নিজেকে প্রতারিত করেছে।

আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, হে আবাল-মু’তাজ। আপনি মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন পুরুষ ছিলেন। আমরা তার উচ্চ-প্রশংসা করিনি, না আমি তার উচ্চ-প্রশংসা করবো, কারণ আমরা মনে করি তিনি মরেন নি, কারণ তিনি এক নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলেছেন এবং রেখে গেছেন অনেক সাহসী পুরুষ, যাদের দ্বারা আমেরিকা তার ধ্বংসের প্রহর গুনছে।

আমি তাকে উচ্চ-প্রশংসিত করবো না, কারণ তিনি তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস লাভ করেছেন। তিনি নিহত হয়েছেন (আল্লাহ তার উপর রহম করুন), যখন নিজের ওয়াদা পরিবর্তন না করে নিহত হওয়াই ছিলো এই পৃথিবীতে তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তার শেষ দিনগুলোতে এর (শাহাদাতের) জন্য তার দোয়া বৃদ্ধি পেয়েছিল। বরং তার কাছের লোকেরা বলেছেন, শেষ দিনগুলোতে তিনি নিরাপত্তার ব্যাপারে বেশি মনোযোগ দিতেন না, যেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার সময় আসন্ন। তিনি (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) হতাশা অথবা অতৃপ্তি অথবা দুশ্চিন্তা, দুর্বলতা বা চরম ক্লান্তির কারণে তার মৃত্যুর আশা বা এর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন নি। বরং, তা ছিল তার রবের সাথে সাক্ষাতের আকুল আকাঙ্ক্ষার এবং তার পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে যারা তার পথ ধরে চলে গেছেন তাদের সাথে সামিল হওয়ার দরুন।

আমি তার উচ্চ-প্রশংসা করব না, কারণ আমেরিকা এবং এর মিত্ররা তার মৃত্যুতে আনন্দিত হয়েছে আর তাদের দালাল আর কুকুরগুলো উল্লাসিত হয়েছে। তারা মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন লোকের নিহত হওয়াতে আনন্দিত আর উল্লাসিত হয়েছে যার পৃথিবীতে একমাত্র স্বপ্নই ছিল আল্লাহর রাহে নিহত হওয়া। আবুল-মু’তাজ (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) তার ধূসর রংয়ের দাড়ি ধরে টেনে টেনে বলতেন, “আল্লাহর কসম, তুমি রক্তে রঞ্জিত হবে। আল্লাহর কসম, তুমি রক্তে রঞ্জিত হবে।” আল্লাহ তার দোয়ায় সাড়া দিয়েছেন আর তার ওয়াদাকে বাস্তবায়িত করেছেন। আমি তার দাড়িকে রক্তে রঞ্জিত দেখেছি। অতঃপর কেনই বা আমি তার উচ্চ-প্রশংসা করবো?

আমি তার উচ্চ-প্রশংসা করবো না। যদি চোখ অশ্রুতে ভরে যায়, প্রাণপ্রিয় মহামূল্য আবুল-মু’তাজের বিয়োগে ভারাক্রান্ত হয়, তাহলে হৃদয়সমূহ এখন দুঃখ সইতে সইতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অতঃপর তারা আর উদ্বিগ্ন হয় না।

[কবিতা:]

এই হৃদয় দুঃখ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হতে হতে এক তীরের স্তরে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে।

এরপর এখন যখনই কোন তীর আমাকে আঘাত করে, তা পুরাতন তীরে লেগে ভেঙ্গে যায়।

কষ্ট এখন আর (আমার কাছে) কিছুই না তাই আমি আর তাদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করি না, কারণ উদ্বিগ্ন হওয়া আমাকে লাভবান করে না।

আমি আবুল-মু’তাজকে উচ্চ-প্রশংসিত করবো না, তার বদলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো তিনি যেন তাকে জীবিত অবস্থায় শহীদদের সারিতে সামিল করেন এবং তাকে জান্নাতে সিদ্দিক্বিন ও আম্বিয়াগণের সাথী বানিয়ে দেন, তার পর আমাদেরকেও যেন এই পথে দৃঢ়পদ রাখেন, আমাদের হিসনুল-খিতাম (শুভ-সমাপ্তি) দান করেন এবং আমাদেরকে যেন আরোও কঠিনতর শাহাদতের স্বাদ আস্বাদন করান।

অতঃপর আনন্দিত হয়ো না, হে আমেরিকা। তুমি তোমার এবং তোমার ক্রুসেডার মিত্রদের বাহিনী সমূহকে সমবেত করতে থাকবে, যতক্ষণ না তুমি দাবিকের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করো, যেখানে তুমি ধ্বংস আর পরাজিত হবে। এই হলো আল্লাহর ওয়াদা; নিশ্চয়ই আল্লাহ তার ওয়াদা পূরণে ব্যর্থ হন না।

আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না রোমানরা আল-আ’মাক্ব বা দাবিকে অবতরণ করে। তারপর আল-মাদিনাহ থেকে সে সময়ে পৃথিবীর সর্বোত্তম লোকেদের একটি সেনাবাহিনী তাদের দিকে অগ্রসর হবে। যখন তারা সারিবদ্ধ হবে তখন রোমানরা বলবে, ‘আমাদেরকে ছেড়ে দাও যাতে আমরা ঐসব লোকেদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি যারা আমাদের কিছু সংখ্যক লোককে কৃতদাস বানিয়েছে।’ মুসলিমরা তখন বলবে, ‘না, আল্লাহর কসম, আমরা আমাদের ভাইদের তোমাদের কাছে ত্যাগ করবো না।’ অতঃপর তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের এক-তৃতীয়াংশ পলায়ন করবে; আল্লাহ তাদের কখনও ক্ষমা করবেন না। তাদের এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে; তারা আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম শুহাদা এবং তাদের এক-তৃতীয়াংশ তাদের (রোমানদের) পরাজিত করবে; তারা এরপর কখনও আর ফিতনাহে পতিত হবে না। এরপর তারা কন্সান্টিনোপোল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) দখল করবে।” [সহিহ মুসলিম]

হ্যাঁ, এই হলো আল্লাহর ওয়াদা। তোমরা ভূমিতে নেমে আসবে, হে ক্রুসেডাররা, আমরা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি।

তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি, হে মুরতাদ আর বিশ্বাসঘাতক দল সমূহ, হে সর্বত্রে থাকা লাঞ্ছনার দল সমূহ, হে আবর্জনা। এখনও কি তোমাদের সময় হয় নি বছরের পর বছর ইরাকে তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের? শামে প্রাপ্ত শিক্ষা থেকে কি তোমরা লাভবান হও নি? অতঃপর শুনে নাও হে ফ্রন্ট, হারাকাত এবং তানযীম সমূহ। শুনে নাও যে ব্রিগেড, ব্যাটেলিয়ন, সেনাবাহিনী, দল আর গোষ্ঠী সমূহে। শুনে নাও হে গোত্র আর দল সমূহ। শুনে নাও হে লোক সকল, শুন আর বুঝে নাও।

নিশ্চয়ই, ইসলাম সবকিছুর উর্ধ্বে এবং তার উপর কিছু নেই। এর অনুসারীরা কখনই দুর্বল ছিলেন না। আমাদের রব আমাদেরকে শিখিয়েছেন, সকল ক্ষমতা আর সম্মান তার, ইমানদারগণ শ্রেষ্ঠ এবং কুফফারা অপদস্থ। আমাদের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে, তাই আমরা তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত দলিল ব্যতীত একটি পদক্ষেপও গ্রহণ করি না। আমাদের ব্যাপারে তোমরা যা খুশি বলো। তাতে আমাদের কিছুই যায়-আসে না। কথায় আছে, "আমি ইতিমধ্যে সিক্ত, তাই কেনইবা আমি ভিজে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত হবো?"

অতঃপর আমাদের দুর্নাম আর মর্যাদাহানি কর। আমাদের বিরুদ্ধে লোকদের লেলিয়ে দাও আর মিথ্যা রটাও। তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহর ইচ্ছায়, তোমরা অপদস্থ হবে। তোমরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, শুধু আমাদের বিরক্ত করবে। আল্লাহ আমাদের নির্দোষ প্রমাণ করবেন। আমরা (আমাদের কাজ) চালিয়ে যাব। আমরা পিছনে তাকাবো না, না আমরা (তোমাদের) গুরুত্ব দেবো। তোমাদের যা খুশি করো। একে অপরের সাথে জোটবদ্ধ হও, সমবেত হও আর ফন্দি-ফিকির করো। তোমাদের বাহিনী সমূহকে সমবেত করো। তোমরা সফল হবে না। তোমরা বিজয় অর্জন করতে পারবে না। আল্লাহর ইচ্ছায়, তোমরা পরাভূত আর পরাজিত হবে। আমরা ভীত হবো না, কারণ আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা (আমাদের কাজ) চালিয়ে যাবো, কখনও তা ত্যাগ করবো না বা (তোমাদের) গুরুত্ব দেবো না।

এরপর আমি ঐসব দল, গ্রুপ, পার্টি, ফিরকা আর সংগঠন সমূহের নেতাদের বলবো, যারা খিলাফাহ'র পুনরুদ্ধারের দাবি করত খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। তাদের এবং যারা তাদের পছন্দ করে তাদের আমি বলছি, আল্লাহর ইচ্ছায়, আমরা আমাদের পথে এগিয়ে যাবো। এটা হচ্ছে খিলাফাহ। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তাহলে তাওবাহ করো এবং এর সারিতে যোগদান করো আর একে সমর্থন করো, কারণ তা হচ্ছে খিলাফাহ। আমরা আমেরিকা আর তার মিত্রদের অপছন্দ সত্ত্বেও তরবারির ডগা দিয়ে একে প্রতিষ্ঠা করেছি, একই সাথে আমরা পৃথিবীর তাগুতদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গেছি। আমরা আমাদের রবের আদেশ অনুসারে আমাদের এই কাজ চালিয়ে যাবো যাতে আমরা এর দুর্গকে উঁচু করতে পারি এবং এর গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি, এমনকি যদি তা তোমাদের সন্তুষ্ট নাও করে। আমরা আমাদের রবের বিধান অনুসারে যা আমাদের সন্তুষ্ট করে সে কাজ চালিয়ে যাব। তাই যদি তোমাদের বোকাদের -এর মানে তোমাদের "জ্ঞানী" লোকদের- ফাতওয়া সমূহ আমাদের নিরুৎসাহিত কিংবা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয় তাহলে যদি তোমরা চাও, নিরাপত্তা কাউন্সিল বা জাতিসংঘের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো, হয়তোবা তারা আমাদের নিন্দা করে কোন প্রস্তাব পাশ করতে পারে অথবা ক্রুসেডার জোট বা কোন তাগুত, রফিদা বা নুসাইরী অথবা শয়তানের সাহায্য প্রার্থনা করো। হয়তোবা তারা তোমাদের জন্য কিছু বিমান বাহিনীর সহায়তা বা পদাতিক বাহিনীর কিছু অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করতে পারে। অতঃপর যদি তাও তোমাদের সন্তুষ্ট না করে তাহলে তোমাদের মাথাগুলো দ্বারা পাহাড়ে

আঘাত করো এবং সেগুলোকে ধ্বংস করে দাও অথবা সমুদ্রপৃষ্ঠে চাষাবাদ করো বা যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় সমুদ্র সমূহ পান করে ফেলো। তারপরও যদি তা তোমাদের সন্তুষ্ট না করে, হে দুর্ভাগারা, তাহলে মাটির নিচে কোন গর্তের বা আকাশের দিকে কোন সিঁড়ির সন্ধান করো এবং তাও যদি তোমাদের সন্তুষ্ট না করে তাহলে ক্রোধে জ্বলে পুড়ে মরো। আমরা যা ইচ্ছা যখন ইচ্ছা আমাদের এ কাজ চালিয়ে যাব, কারণ কোরআন এবং সুন্নাহ'র পর আমাদের আর কোন লাল দাগ নেই। অন্যান্য জাতি সমূহের আইন-কানুন সমূহ আমাদের পায়ের নিচে। হ্যাঁ, আমরা কখনই আরব এবং অনারবদের সেনাবাহিনী সমূহ দ্বারা ভীত হবো না। আল্লাহর বিধান যার উপর তাকফির করবে আমরা তাদের সবার উপর তাকফির করবো।

আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব। আমাদের বিরুদ্ধে (জিহাদের ভুয়া) দাবিদাররা আর বোকারা যতই মিথ্যা বলুক তা তোয়াক্কা না করে আমরা আমাদের বিস্ফোরণ সমূহ আর ধ্বংসাত্মক হামলা চালিয়ে যাব, এমনকি যদিও এই বোকাদের ভুলক্রমে "উলামা এবং "জ্ঞানী লোক" বলে সম্বোধন করা হয়। তারা যত খুশি মিথ্যা আর বানোয়াট কথা বলুক।

[কবিতা:]

আমরা আমাদের সারা জীবন তাওহীদের পথে ডাকি, প্রতিটি মুহূর্তে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে।

আমরা আমাদের জবান আর হাত দ্বারা কুৎসিত শিরক এবং এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে এক নৃশংস যুদ্ধ চালাই।

তাছাড়া এই দ্বীনের হেফাজতের জন্য আমরা সকল দুষিত গোমরাহীকে ধ্বংস করি, তা মসজিদের দরজায় সংঘটিত হলেও।

এই হচ্ছে আমাদের পথ এবং আমাদের মানহায, তাহলে কেন তোমরা আমাদের উপর হামলা করার জন্য ওঁত পেতে বসে আছো?

আমাদের অনেক ভাই আমাদের ধারাবাহিক দিগন্ত ঢেকে দেয়া মিথ্যা সমূহের প্রতিক্রিয়া প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছেন। তখন আমরা পরিতাপের সাথে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে করতে বলি:

[কবিতা]

বিচক্ষণতা কখনই এক বৃদ্ধের ভীমরতিকে অনুসরণ করেনা।

বরং তা অনুসরণ করে তারুণ্যের শিশুসুলভতাকে।

আমি সেই মূর্খের প্রতি নীরব ছিলাম আর তাই সে ভাবল আমি জবাব দিতে অপারগ!

একজন লোক যে একজন মৃত ব্যক্তির প্রতি বাইয়াহ প্রদান করে এবং উম্মাহকে একজন মৃত ব্যক্তির প্রতি বাইয়াহ প্রদান করতে আহ্বান করে, সেই লোক কি কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়ার যোগ্য?

আমরা এই দল সমূহকে ভেঙ্গে দিবো এবং তাদের সংগঠনের সারি সমূহকে চূর্ণ করে দিবো। হ্যাঁ, কারণ জামা'আহ (খিলাফাহ) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই সব দল সমূহের কোন স্থান নেই। সংগঠন সমূহ দূর হোক। আমরা হারাকাত, সংগঠন আর ফ্রন্ট সমূহের সাথে যুদ্ধ করবো। আমরা ব্যাটেলিয়ন সমূহ, ব্রিগেড সমূহ এবং সেনাবাহিনী সমূহকে আল্লাহর ইচ্ছায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো, কারণ এই ফিরকা সমূহ ছাড়া আর কিছুই মুসলিমদেরকে দুর্বল করে না আর বিজয়কে দীর্ঘায়িত করে না। হ্যাঁ, আমরা "মুক্ত" এলাকা সমূহকে আবার মুক্ত করবো, কারণ যদি তা আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসিত না হয়ে থাকে তাহলে তা এখনো মুক্ত হয় নি।

হিদায়াতের দিকে ফিরে আসুন, হে মুসলিমগণ, হিদায়াতের দিকে ফিরে আসুন। এই হচ্ছে খিলাফাহ। এই হচ্ছে আপনাদের সম্মান। এই হচ্ছে আপনাদের গৌরব। এই হচ্ছে আপনাদের বিজয়।

একই সাথে, আমরা ফিরকা সমূহের সৈনিকদের বলতে চাই, আমরা বলি: তোমরা তোমাদের নেতাদের প্রতি আমাদের বার্তা শুনেছো, অতঃপর শুনো এবং বুঝে নাও আমি কি বলি। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আল্লাহর কসম আমরা তোমাদের জন্য পরিতাপ অনুভব করি। অতঃপর আমাদের এই কথাগুলোকে গুরুত্বের সাথে নাও এবং বুঝো। যদি তুমি এগুলোকে সত্য হিসেবে না পাও তাহলে তা ছেড়ে দিও।

আমরা জানি যে তোমাদের নিয়্যাত, লক্ষ্য এবং পরিস্থিতি ভিন্ন-ভিন্ন। তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আমাদের দ্বীনের কারণে আমাদের সাথে যুদ্ধ করে, কারণ আল্লাহর বিধানের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ, তাগুতদের প্রতি তোমাদের সমর্থন আর মানব রচিত বিধানের প্রতি ভালোবাসার দরুন তারা দাওলাতুল ইসলাম চায় না। তোমাদের মধ্যে এরা সংখ্যায় নগণ্য, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার দাবি করা সত্ত্বেও আমাদের সাথে যুদ্ধ করছো। কিন্তু তোমরা গোমরাহিতে পতিত হয়েছো এবং সঠিক পথের সন্ধান পাও নি। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই ভেবে আমাদের সাথে যুদ্ধ করে যে আমরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে এক নিষ্ঠুর দুশমন। অন্যরা দুনিয়া বা বেতনের আশায় আমাদের সাথে যুদ্ধ করে। কেউ কেউ আমাদের সাথে যুদ্ধ করে অহংকার আর সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য এবং অন্যান্যদের ভিন্ন-ভিন্ন নিয়্যাত আর কু-উদ্দেশ্য রয়েছে।

কিন্তু জেনে রাখো, আমরা এই সকল নিয়্যাত আর উদ্দেশ্য সমূহের উপর ভিত্তি করে কোন পার্থক্য করি না এবং পাকড়াও করার পর তোমাদের উপর আমাদের বিধান একটাই: হয় তোমাদের মগজ ভেদকারী একটি বুলেট অথবা তোমাদের ঘাড়ে একটি ধারালো ছুরি।

তোমরা যারা আমাদের দ্বীনের কারণে আমাদের সাথে যুদ্ধ করো, আল্লাহর কসম, তোমরা পরাজিত হবে। যদি তোমরা নিরাপত্তা চাও তাহলে হয় পালিয়ে যাও অথবা আমরা তোমাদের উপর ক্ষমতাশীল হওয়ার আগে তাওবাহ করো। তোমরা যারা এই দাবি করে আমাদের সাথে যুদ্ধ করছো যে আমরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নৃশংস শত্রু, যুদ্ধ করা বন্ধ করো, কারণ আমরা সম্পদ বা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী জীবনের জন্য বের হইনি এবং আমাদের রূহসমূহকে কোরবান করিনি। স্থির এবং শান্ত হও। আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের বিত্ত-সম্পদের জন্য (জিহাদে) বের হই নি। তোমরা যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করো এই দাবি করে যে তোমাদের লক্ষ্য হলো আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা, তোমরা কি জানো না যে আমরা আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন করি? তোমরা কি দেখো না, দাওলাতুল ইসলামের অধীনে থাকা প্রতি বিঘত ভূমিতে ইসলামই ক্ষমতাশীল এবং এ দ্বীন প্রতিষ্ঠিত? অতঃপর জেনে রাখো মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মাধ্যমে তুমি আল্লাহর বিধানের দুশমন আর বিরোধীতে পরিণত হয়েছো। আর যদি "জ্ঞানের" গাধা-খচ্চরদের ফাতওয়া তোমাকে বিভ্রান্ত করে থাকে তাহলে আমি তোমাকে এমন এক বিষয়ের দিকে নির্দেশিত করবো, যার ব্যাপারে গভীর পর্যবেক্ষণ করলে তুমি সত্যকে জানতে পারবে। ঐ লোকদের দিকে একটি তাকিয়ে দেখো যারা প্রতিদিন অন্যান্য জামা'আত সমূহ ত্যাগ করে খিলাফাহ'র সারিতে যোগদান করে। তুমি দেখতে পাবে তারা (তোমাদের মধ্যে) সর্বোত্তম এবং উন্নত হৃদয়ের লোক। বিশেষ করে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখো যারা তোমার

জামা'আতকে ত্যাগ করেছে। অতঃপর, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, কেনইবা সর্বোত্তম ব্যক্তিরাই দাওলাতুল ইসলামের সারিতে যোগদান করে? যদি তুমি তোমাদের তথাকথিত "তাত্ত্বিক" আর "বড় হুজুরদের" দাবি অনুসারে মনে করো যে তারা গোমরাহ হয়ে গেছে, তাহলে তাদের সবাইকে বলে দাও, আল্লাহর কসম, যদি ঐ ফিরকা আর জামা'আত সমূহ হক্কের উপর থাকতো তাহলে তা ঐসকল ব্যক্তিদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রাখতো না আর পরবর্তীতে দাওলাতুল ইসলাম বাতিলের উপর তাদের ঐক্যবদ্ধ করতো না। বরং, তারা শুধু হক্কের উপরই ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। আল্লাহর কসম, যদি তারা মুজাহিদিন হয়ে থাকেন, তাহলে তারা কখনই হক্ক দ্বারা বিভাজিত আর গোমরাহী দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হবেন না, কারণ মুজাহিদিনগণ গোমরাহীর উপর এক হতে পারেন না।

অনুধাবন করো এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, যদি দাওলাতুল ইসলাম বাতিলের উপর থাকে তাহলে কেন এর উল্টোটা হয় না? কেনই বা দাওলাতুল ইসলামের সর্বোত্তম সৈনিকগণ তা ত্যাগ করে অন্যান্য জামা'আত সমূহে যোগদান করেন না? হেরাক্লিয়াসের সাথে আবু সুফিয়ানের হাদিসে তুমি তার উত্তর পাবে। (আমাদের বিরুদ্ধে) তোমাদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে শুধু হালাবেই অন্যান্য জামা'আত সমূহ হতে হাজার হাজার যোদ্ধারা আমাদের সাথে যোগদান করেছে। অতঃপর নিজেকে প্রশান্ত করতে এবং তোমার হৃদয় থেকে সন্দেহ দূর করতে, যারা তোমাদের জামা'আত ছেড়ে দাওলাতুল ইসলামে যোগদান করেছে তাদের সাথে যোগাযোগ করো এবং তাদের দাওলাতুল ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করো। বিরোধী এবং দুশমনদের অভিযোগের সামনে কোথায় আমাদের অবস্থান?

অতঃপর হে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইকারী, সত্যবাদী হয়ে থাকলে আল-জামা'আতে (খিলাফাহ) যোগদান করো এবং দল সমূহকে ত্যাগ করো কারণ মুজাহিদিনগণের বিজয় আর মুসলিমদের গৌরবের পথে তারাই হলো সবচেয়ে বড় বাধা। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এই বাধাকে মুছে দেবো।

হে দল সমূহের সৈনিকরা, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো আমরা আসছি, এমনকি কিছু সময় পরে হলেও আমরা আসবো। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করতে) আসি নি, তাই মুজাহিদিনদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িও না। যারাই তাদের অস্ত্র ত্যাগ করবে এবং তাওবাহ করবে, তাদের জন্য নিরাপত্তা। যারাই মসজিদে অবস্থান করবে এবং তাওবাহ করবে, তাদের জন্য নিরাপত্তা। যারাই নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং দরজা বন্ধ রেখে তাওবাহ করবে, তাদের জন্য নিরাপত্তা। দল সমূহ এবং ব্রিগেড সমূহকে যারাই ত্যাগ করবে এবং তাওবাহ করবে, তাদের জন্য নিরাপত্তা।

মুজাহিদিনগণের বিরুদ্ধে তাদের বিগত শত্রুতা আর সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও তাদের জান-মালের ব্যাপারে তারা নিরাপত্তা পাবে। হে আল্লাহ, আমরা বার্তা পৌঁছে দিয়েছি, আপনি সাক্ষী থাকুন।

হে মুসলিমগণ, এখনও কি আপনাদের উপলব্ধি করার সময় আসেনি যে এই খিলাফাহ'ই হচ্ছে আপনাদের পরিত্রাণের একমাত্র পথ এবং আপনাদের ভূমি সমূহের শাসকরা হচ্ছে ইহুদী আর ক্রুসেডারদের অনুসারী আর পা-চাটা গোলাম? তারা আদেশ প্রাপ্ত না হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। তারা তাদের (ইহুদী-ক্রুসেডারদের) পথ ছাড়া আর কোন পথ তৈরি করে না। আপনি যদি বিগত দিনের ইরাক এবং আফগানিস্তান যুদ্ধ থেকে তা উপলব্ধি না করে থাকেন তাহলে শামের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন, যা হচ্ছে মুখোশ উন্মোচনকারী।

হে মুসলিমগণ, আপনাদের দুর্বলতার কারণ ছিল খিলাফাহ'র পতন এবং তারপর আপনাদের পথভ্রষ্টতা। হ্যাঁ, খিলাফাহ'র পতন ছিলো আপনাদের রোগ এবং এর ফিরে আসা হলো আপনাদের উপশম। অতঃপর এর চারিপাশে সমবেত হোন এবং আল্লাহর পর এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করুন। দল সমূহ, জামা'আত আর সংগঠন সমূহকে ছুড়ে ফেলুন। যদি আপনি তা করেন তাহলে তাই হলো আপনার উপশম আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তাই হলো আপনার রোগ।

হে মুসলিমগণ, যদি আপনারা নিরাপত্তার আশা করেন তাহলে দাওলাতুল ইসলামের ছায়াতল ছাড়া আপনাদের কোন নিরাপত্তা নেই, যা আপনাদের রক্ষা করে, আপনাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনকারীদের বাধা প্রদান করে এবং আপনাদের পবিত্রতাকে সুরক্ষিত করে আর আপনাদের সম্পদ ও সম্মানের রক্ষণাবেক্ষণ করে। হে মুসলিমগণ, যদি আপনারা আল্লাহর বিধান কামনা করেন, তাহলে দাওলাতুল ইসলাম ছাড়া কোথাও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত নয়। লোহা আর আগুন ছাড়া আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে না, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে না ছুরিকাঘাত, হতাহত করন আর কুফফারদের বিরুদ্ধে দিন-রাত যুদ্ধ করা ব্যতীত। আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে না সত্যবাদী, মুখলেছ মুয়াহ্হিদ মুজাহিদিনদের কঙ্কাল, লাশ আর রক্ত ব্যতীত।

সে কতই না মূর্খ-আনাড়ি যে মনে করে আমেরিকা আর তার মিত্ররা দুর্বল-মজলুমদের সুরক্ষা অথবা তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য যুদ্ধ করে, ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে নয়। কতই না মূর্খ-আনাড়ি সে, যে মনে করে আমেরিকা আর তার মিত্রদের সাথে

চুক্তি অথবা কাফির জাতি সমূহের সম্মতি বা সিদ্ধান্তের দ্বারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল কাফির জাতির সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছাড়া আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে না। সকল কুফফারদের সেনাবাহিনী সমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের ভেঙ্গে-চুড়ে পরাজিত করা ছাড়া আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে না। কতই না মূর্খ-আনাড়ি সে, যে মনে করে মুসলিমরা ক্ষমতাহীন আর দুর্বল।

বরং, হে মুসলিমগণ, আপনারা শক্তিশালী, বড়ই শক্তিশালী, যতক্ষণ আপনারা আপনাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তাওহীদের চর্চা করেন, আপনাদের রবের দিকে ফিরে আসেন, তাঁর উপর ভরসা করেন, তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁরই কাছে ফরিয়াদ করেন; তিনি এক, তার কোন শরিক নেই। {আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়।} [আয-জুমার:৩৬] {আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? } [আয-জুমার:৩৭]

কতই না আশ্চর্যজনক, কেমন করে একজন মুমিন এই আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করে এবং তারপরও ভয় পায়, অবমানিত হয় আর দুঃখ করে? হে মুসলিমগণ, আপনারা শক্তিশালী, যেখানে আমেরিকা, এর মিত্ররা এবং অন্যান্য সকল কুফফার জাতি সমূহ মুজাহিদিনগণের সামনে দুর্বল। আপনাদের রব কি বলেননি, {অতঃপর শয়তানের মিত্রদের সাথে যুদ্ধ করো। নিশ্চয়ই, (দেখব) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।} [আন-নিসা:৭৬] আপনাদের রব কি এই প্রতিশ্রুতি দান করেন নি যে, যদি আপনারা তাদের সাথে যুদ্ধ করেন তাহলে তিনি তাদের (কুফফারদের) পরাজিত করবেন এবং আপনাদের বিজয় দান করবেন? {যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।}[আত-তাওবাহ:১৪] অতঃপর কতই না আশ্বর্যজনক যে একজন মু'মিন এই আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করা সত্ত্বেও কেমন করে দুর্বল, কাপুরুষ এবং শিথিল হয়। কতই না আশ্চর্যজনক বিষয় যে একজন এই আয়াত সমূহে ঈমান আনা সত্ত্বেও অপমানিত হয় অথবা আপোষ করে। কতই না আশ্বর্যজনক বিষয় যে একজন এই আয়াত সমূহে ঈমান আনা সত্ত্বেও কাফিরদের তোষামোদ করে এবং তাদের খুশি করার চেষ্টা করে।

তা আপনাদের জন্য কতই না আশ্বর্যজন হে মুসলিমগণ, আপনারা কেন ভীত? রব্বুল-ইজ্জত কি আপনাদের সাথে নন? তিনি কি আপনাদের বলেন নি যে সম্মান আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের জন্য, কিন্তু মুনাফিক্বরা তা জানে না? তিনি কি বলেননি যে আপনারাই শ্রেষ্ঠ? আপনারা কি তা পড়েন না? আপনারা কি তার উপর ঈমান আনেন না?

হে মুসলিমগণ, যিনি ফিরাউনকে সাগরে ডুবিয়েছেন, আদ আর সামুদকে ধ্বংস করেছেন, দল সমূহকে (আল-আহযাব) পরাস্ত করেছেন, তিনিই রাশিয়া, আমেরিকা এবং তাদের মিত্রদের মুজাহিদিনগণের হাতে সবচেয়ে কঠিনতর শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবেন। এই হলো আল্লাহর ওয়াদা, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা তাঁর রাহেই লড়াই করবেন। অতঃপর বেরিয়ে পড়ুন, ভারী অথবা হালকা সরঞ্জাম নিয়ে এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দান করুন।

যারা জিহাদের ভূমি ত্যাগ করে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে কুফরের ভূমিতে পলায়ন করছো, হাশর দিবসে তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে কোথায় পলায়ন করবে? তোমরা কি মু'মিনদের ছেড়ে কুফফারদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেছো? নাকি তোমরা ঐসকল তুচ্ছ, অপমানিত লোকদের কাছ থেকে সম্মান প্রার্থনা করছো? {তারা কি তাদের (কুফফারদের) কাছ থেকে সম্মান প্রার্থনা করে? কিন্তু, নিশ্চয়ই সকল সম্মান আল্লাহর জন্য।} [আন-নিসা:১৩৯] আল্লাহর কসম, একজন মুসলিম অপমান, হীনমনতা আর মর্যাদাহীনতা ছাড়া কাফিরদের ভূমিতে বসবাস করে না। আল্লাহর কসম, মুসলিমদের জন্য কোন নিরাপত্তা, গৌরব বা সম্মান নেই যদি না তারা যুদ্ধের জন্য যোগ্য না হয় আর অস্ত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক না থাকে।

হে ইসলামের নও-জওয়ানগণ, আপনাদের কি হলো? আপনাদের পূর্ব-পুরুষরা কি পৃথিবীর শাসন করেন নি আর মানুষের উপর রাজত্ব করেন নি? পৃথিবীর রাজা-বাদশারা কি তাদের সামনে নত হয় নি আর ভূমি সমূহ কি আত্ম-সমর্পণ করে নি? তারা কি জিহাদ ছাড়েই জয়লাভ আর গৌরব অর্জন করেছিলেন এবং শাসন করেছিলেন?

অতঃপর হে মুসলিম নও-জওয়ান, মুজাহিদিনদের কাফেলায় সামিল হোন, কারণ যদি আপনারা তা করেন তাহলে আপনার দুনিয়ার সম্মানিত আর মহীয়ান রাজায় পরিণত হবেন। আর যদি আপনারা তা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আপনার হবেন অপমানিত, দুর্দশাগ্রস্ত এবং ঘৃণ্য পরাজিত।

{হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে। আর তোমরা এমন ফসাদ থেকে বেঁচে থাক যা বিশেষতঃ শুধু তাদের উপর

পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালেম এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠোর।}[আল-আনফাল:২৪-২৫]

হে আল-হারামাইনের ভূমিতে আমাদের আপনজন, হে সা'দ আর আল-'আলা এর বংশধরগণ, হে মাজযা'আহ আর আল-বারা' এর বংশধরগণ, আর কতদিন আপনারা হীন কাফির তাগুত আল সালুলের শাসন সহ্য করবেন? আর কতদিন জ্যেষ্ঠ দালাল আর মুনাফিকদের কমিটির জাদুকররা আপনাদের ধোঁকা দিবে? আজ পৌত্তলিক রাশিয়ানরা শামে হামলা চালিয়েছে, যা কিনা মু'মিনদের ঘাটি এবং তাদের চার্চ সমূহ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেছে। অতঃপর জ্যেষ্ঠ শয়তানদের কমিটির ফাতওয়া কোথায়?

তারা কি পূর্বে আফগানিস্তানে আপনাদের রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করতে আহ্বান করে নি? অথবা তাদের প্রভু, আমেরিকা কর্তৃক ব্যবহৃত ফাতওয়া গুলো কোথায়? খোরাসানে মুসলিমদের সংখ্যা কি যথেষ্ট ছিলো না? নাকি শামের জনগণ আফগানদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আপনাদের কি হলো, হে মুসলিমগণ? আপনারা কি প্রতিটি ক্ষেত্রে কারণ অনুসন্ধান করেন না? আপনাদের কি হলো- আপনারা কেমন করে বিচার করেন? আপনাদের কি হলো- আপনারা কি শুনবেন না? আপনারা কি দেখবেন না? আপনারা শামে দুর্বল মুসলিমদের কান্না আর পরিস্থিতি কি শুনেন না, যেখানে শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে আক্রোশ পূর্ণ ভাবে সমবেত হচ্ছে? দুনিয়া কি আপনাদের অন্ধ করে দিয়েছে এবং আপনাদের অভিলাষ কি আপনাদের কানকে বন্ধ করে দিয়েছে নাকি ওয়ালা ওয়াল বারা' এখন মৃত? নাকি আপনারা আমেরিকানদের মুফতি- ঐ শয়তানের ফাতওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন, যারা চোখ আর অন্তর্দৃষ্টি দুটোই অন্ধ?

না! দরবারী আলেমরা আপনাদের জাদুগ্রস্ত করেছে, তাই আপনারা ফিতনাহ-গ্রস্ত হয়েছেন এবং আপনাদের নেশাগ্রস্ত করা হয়েছে, অতঃপর জেগে উঠুন এবং মাথা তুলে দাঁড়ান, হে আল-হারামাইনের সন্তানেরা। এখন আপনাদের হাতই এই পরিস্থিতির মোড় ঘুরাবে, কারণ এই রোগ আপনাদের মধ্য থেকে এসেছে এবং এর উপশমও আপনাদেরই কাছে। আল সালুল আর তাদের দালাল কমিটির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান যাতে আমেরিকানরা আর আর তাদের মিত্ররা এমনিতেই ভেঙ্গে পড়ে, কারণ তারা আপনাদের ভূমি থেকেই বের হয় এবং আপনাদের তেল দ্বারাই তারা অর্থায়িত হয়, আপনাদের শয়তানদের ফাতওয়ার দ্বারাই আজ মুসলিমরা পরিত্যক্ত, হস্তান্তরিত, বিতাড়িত এবং জবাই কৃত।

তাই জেগে উঠুন, হে আল-হারামাইনের সন্তানগণ। বিচার দিবসে আপনাদের কোন অজুহাত থাকবে না। আমরা আপনাদের (জিহাদে) বের হওয়ার আহ্বান করছি, আমাদের প্রতি আপনাদের সমর্থনের জন্য আহ্বান করছি এবং আপনারা তা প্রত্যাখ্যান করলে আপনাদের কোন অজুহাত থাকবে না। আমরা ঐসব লোকদের পলায়নের ব্যাপারে আল্লাহর সামনে নিজেদের নির্দোষ ঘোষণা করছি যারা আমাদের পরিত্যাগ করেছে এবং নির্জীবতার দিকে ঝুঁকে গিয়েছে ও সুখকর জীবন উপভোগ করছে। সা'আদ আর 'আব্দুল-'আজিজ আল-'আইয়্যাশরা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা কতই না মহান ছিলেন!

[কবিতা:]

তারা দুই সিংহ ছিলেন, যাদের ধারালো নখ রক্তাক্ত হয়েছে এক সাহায্যের আহ্বানে সাড়া দিতে।

তারা আক্রোশ পূর্ণ সীমালঙ্ঘনের জামানায় দুই সান্ত্বনার সাগর ছিলেন।

তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং তাদের কথা রেখেছেন। তারা তাদের দুঃসাহসিক কর্ম দ্বারা মুসলিমদের হৃদয়ে যে আনন্দ ও প্রফুল্লতা এবং কুফফারদের জন্য যে অপমান, ত্রাস, ক্রোধ, যন্ত্রণা আর ধ্বংস স্থাপন করেছেন, তাদের জন্য নেক আমল হিসেবে আল্লাহর কাছে তাই (ইনশা'আল্লাহ) যথেষ্ট হবে।

তারা আমাদের মধ্য থেকে এবং আমরা তাদের মধ্য থেকে। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই, তারা যা করেছেন তা আমাদের কাছে ডজন ডজন শক্তিশালী গাড়ি বোমার চেয়েও বেশি প্রিয়।

[কবিতা:]

তারা দুই সিংহ ছিলেন যারা নত হোন নি এবং তাদের মর্যাদা আঘাত প্রাপ্ত হয় নি।

অথবা তারা ছিলেন মধ্য আকাশে দৃশ্যমান দুই লম্বা বর্শা।

তারা অল্প প্রচেষ্টায় বিজয়ী হয়েছেন; তাদের শিশির বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়েছে।

আল্লাহর কসম, তাদের শিশির বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। তাই, জেগে উঠুন এবং তাদের উদাহরণকে অনুসরণ করুন। জেগে উঠুন! যদি আপনাদের অস্ত্রের কমতি থাকে তাহলে আপনাদের দড়ি আর ছুরির কমতি থাকার কথা নয়। আপনাদের সামনে রয়েছে তাগুতের সৈন্যরা। এগিয়ে যান, হয় আপনি বিজয়ী হবেন অথবা মারা যাবেন।

[কবিতা:]

বুলন্দির তলব কারীরা হলো মৃত্যুর সাথী, যেখানে দীর্ঘ জীবনের আশা আত্মার খায়েশ।

যদি এ জীবন সম্মানের না হয়, তাহলে কেনইবা কেউ দীর্ঘ জীবনের আকুল আকাঙ্ক্ষা করবে?

নিশ্চয়ই মৃত্যুর ভয় এর স্বাদের মতোই অপ্রিয়। এক যুবকের যে ভয় তা হলো তার মাথার উপর এক ধারালো তরবারী।

কিন্তু যদি তুমি মৃত্যুর মাঝে জীবনকে অনুধাবন করতে পারো, তুমি দেখবে মৃত্যুর স্বাদ বড়ই মিষ্ট- যখন তুমি তার স্বাদ গ্রহণ করবে।

অতঃপর অগ্রসর হোন, হে সর্বত্র থাকা ইসলামের নও-জওয়ানগণ। রাশিয়ান আর আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য দ্রুততার সাথে অগ্রসর হোন, কারণ তা হলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের যুদ্ধ, মু'মিনদের বিরুদ্ধে মুশরিক আর নাস্তিকদের লড়াই {হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। } [আত-তাওবাহ:৩৮-৩৯]

এবং হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ, আমাদের কিছু কথা শুনে রাখুন। এই খিলাফাহ'র ব্যাপারে ভয় করবেন না, কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ এর হেফাজত করবেন এবং এর রক্ষণাবেক্ষণকারীদের পথ প্রদর্শন করবেন কিন্তু নিজেদের আত্মার ব্যাপারে ভয় করুন। নিজেদের ব্যাপারে হিসাব নিকাশ করুন, তাওবাহ করুন এবং আপনাদের রবের দিকে ফিরে আসুন।

সাবধান, হে মুজাহিদ। নিজের অবস্থাকে বিচার দিবসে ঐসব লোকেদের মতো হতে দিবেন না যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, {তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবেঃ আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবেঃ হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহর আদেশ পোঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। } [আল-হাদিদ:১৪] আপনাদের কেউ যেন মনে না করে, একটি অস্ত্র বহন করে আর মুজাহিদিনগণের সারিতে যোগদান করেই পার পেয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, {তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখিরাত। } [আল-'ইমরান:১৫২]

এক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আসলো আর বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, একজন ব্যক্তি হয়তো যুদ্ধ করে সাহস, উদ্দীপনা অথবা লোক দেখানোর জন্য, অতঃপর কোনটি আল্লাহর রাহে যুদ্ধ?" অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে আল্লাহর কালামকে বুলন্দ করার জন্য যুদ্ধ করে, সেই আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করলো।" একই ভাবে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বলা হয় অমুক ব্যক্তি শহীদ হিসাবে নিহত হয়েছেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "না! আমি তাকে এক আলখাল্লা পরিহিত অবস্থায় জাহান্নামে দেখেছি, যা সে গণিমত থেকে চুরি করেছিল।" একই ভাবে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে, "দুই ধরনের যুদ্ধ রয়েছে। একজন যে যুদ্ধ করে আল্লাহর সাক্ষাত লাভের আশায়, ইমামের আনুগত্য করে, মূল্যবান কিছু তার কাছে দান করে, তার সাথীদের সহায়তা করে এবং ফ্যাসাদ এড়িয়ে চলে, অতঃপর সে ঘুমন্ত এবং জাগ্রত অবস্থায় পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। আর আরেকজন গৌরব, খ্যাতি আর লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে, ইমামকে অমান্য করে এবং জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে, তা তার কোন কাজে আসবে না।" গোমরাহ, বিপথগ্রস্ত, ঝর পড়া আর পুনঃপতিতদের দিকে তাকিয়ে দেখুন এবং খিলাফাহ'র ব্যাপারে ভয় করবেন না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর দ্বীন এবং তাঁর বান্দাদের হেফাজত করবেন।

এবং নিশ্চয়ই, আজ থেকে প্রায় দশ বছর পূর্বে দাওলাতুল ইসলামের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর উপর দিয়ে এমন অনেক পরীক্ষা, দুর্যোগ, বিপদ-আপদ এবং ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে যা শক্ত পাহাড়কেও বিধ্বস্ত করে দেবে, যার মধ্যে রয়েছে নেতা বিয়োগ, অসংখ্য মৃত্যু, কারারুদ্ধ হওয়া এবং জান, মাল আর সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি। কিন্তু তা সব সয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় টিকে আছে, এক বিপদ থেকে আরেক বিপদ, এক যন্ত্রণা থেকে আরেক যন্ত্রণা এবং এক পরীক্ষা থেকে আরেক পরীক্ষা। এই দাওলাহ' র উপর যখনই কোন

বিপর্যয় এসেছে তখন এর পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাতরা বলে, "এবার তা ধ্বংস হলো বলে.." এবং এরপর তা স্থাপিত হলো আর আল্লাহ একাই জানেন কেমন করে তা স্থাপিত হয়েছে, (এক বিপর্যয় শেষ হতে না হতে) এর উপর একটি বিপর্যয় আসে, এর ব্যাপারে জ্ঞাতরা বলে, "এই বিপর্যয় আর শেষ হবার নয়.." তারপর আল্লাহ তা দূর করে, তো পরবর্তী বিপর্যয় আসে, অতঃপর আমরা বলি, "এই হচ্ছে সেটি, এই হচ্ছে সেটি" এবং এভাবেই চলতে থাকে। এমন কোন বিপর্যয় অপতিত হয়নি যার সমাধান আসে নি, এবং তা এমন জায়গা থেকে এসেছে যেখান থেকে আমরা আশাও করি নি। আমরা আমাদের একজন কমান্ডারও হারাই নি, আমাদের একজন নেতাও নিহত হন নি যতক্ষণ না আল্লাহ তার জায়গায় এমন একজনকে প্রতিস্থাপন করেন যিনি নেতৃত্বের ব্যাপারে উত্তম এবং এভাবেই যাত্রা চলতে থাকে, এবং তা এমন পর্যায়ে যায় যে আমরা আশ্চর্যান্বিত হই তার কর্মকাণ্ডে, তার কৃতকর্মে বীরত্ব আর জ্ঞান দেখে, এবং তিনি আল্লাহর দুশমনদের কাছে পূর্বের জনের চেয়ে অধিক পীড়াদায়ক এবং ক্রোধের উন্মেষকারী, যদিও আমরা পূর্বে মনে করেছিলাম আগের জনের জায়গায় আমরা আর কাউকে পাবো না। অতঃপর সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর কৃত ওয়াদা পূরণ করেছেন, তিনি তাঁর সেনাদের বিজয় দান করেছেন এবং তিনি একাই এই খিলাফাহকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অতঃপর আনন্দিত হোন হে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ, কারণ আপনাদের দাওলাহ - ইনশা'আল্লাহ- কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে, কারণ আল্লাহই এর দেখাশুনা করেন, এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন, সহায়তা করেন এবং এর সুরক্ষা করেন। তাই নিজের ব্যাপারে ভয় করুন এবং এর ব্যাপারে ভয় করবেন না। জুলুম করবেন না, বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না, কাপুরুষ হবেন না, পিছিয়ে পড়বেন না বা দুর্বল হবেন না। এই হীন দুনিয়া থেকে পলায়ন করুন। সকল সৃষ্টির রবের কাছে পালিয়ে করুন। {তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। } [আল-হাদিদ:২০]

হে দাওলাতুল ইসলামের সন্তানগণ, নিশ্চয়ই এই যুদ্ধ এখনো তীব্র হয় নি, যা সম্মুখে আসন্ন তা আরও কঠিন এবং অপ্রিয়। অতঃপর নিজেদের সংকল্পকে শাণিত করুন এবং ঝাঁপিয়ে পড়ুন, কারণ গৌরব আপনাদের সামনে দাড়িয়ে।

[কবিতা:]

এবং আমরা যে গৌরব আর সম্মানের অন্বেষণ করি, যে তা অন্বেষণ করে, তার কাছে জীবন-মরণ দুটোই সমান

তাই এই দুনিয়াকে ত্যাগ করুন এবং মহত্ত্বের সন্ধান করুন। মীমাংসা করুন এবং একে অপরকে ক্ষমা করুন। একে অপরের সহায়তা করুন এবং বিবাদ করবেন না। সেখানে যাবার প্রচেষ্টা চালান যা আল্লাহ আপনার জন্য পছন্দ করেন, সম্মুখ সারিতে, আপনাদের বাড়ি কিংবা শয়ন-কক্ষে নয়; রিবাতে, বাজার কিংবা প্রাসাদে নয়; অগোছালো এবং ধুলা-বালি আবৃত, রক্তাক্ত এবং আঘাত প্রাপ্ত, আরাম-আয়েশে বসে নয়। অতঃপর আপনার মহান অবস্থানের ব্যাপারে উপলব্ধি করুন, আপনি যে বিশাল দায়িত্ব বহন করছেন তার গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং এই বিষয়ের বিশালতা আর গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করুন।

[কবিতা:]

আমার রব, আমার বুকে আছে এক অনুরাগী বান্দার হৃদস্পন্দন

নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে ফিরে আসি এবং আপনাকে ভয় করি।

ভূমিতে ত্রাস উদ্বেলিত হচ্ছে এবং ফিতনাহ ছড়াচ্ছে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুর-পাক খাচ্ছে আর এই সব কিছুর মাঝে অশ্রু সিক্ত হচ্ছে।

রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে আর দুর্দশাগ্রস্তরা ছড়িয়ে পড়ছে,

কম্পন আর ভূমিকম্প খেপার মতো চারিদিকে ছড়াচ্ছে,

সারা পৃথিবী আমাদের উপর এসে পড়েছে আর মোকাবেলা করছে,

বিপুল সংখ্যক লোক একের পর এক ভূমি সমূহে আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এমন যেন, তারা তাদের নিজেদের কোন সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা করছে,

অতঃপর তাদের বিপুল সংখ্যক লোক আর দল সমূহ এর জন্য হৈচৈ করছে।

হে আমার প্রভু, আমার উম্মাহ' র কামনা-বাসনা একে ছিন্ন করেছে

এর শক্তি; খেয়ালিপনা আর শোভাবর্ধন একে ঘিরে ফেলেছে।

অন্ধকারে এর পদক্ষেপ এক পথভ্রষ্ট দ্বারা প্রদর্শিত,

এবং এক গোমরাহ ব্যক্তি একে অন্ধকারের মাঝখানে ঠেলে দিয়েছে।

এবং প্রতিটি ভূমিতে এক বিপর্যয়ের পর আরেক বিপর্যয়,

তিমিরাবৃত মন্দ আর ত্রাসের চন্দ্রগ্রহণের এক দিন।

ঘটনা গুলো এমন ভাবে ঘটছে যেন মনে হয় তা কোন পুস্তক হতে পাওয়া গল্প বা পূর্বের কোন কাহিনী।

আমার রব, কে এই মুসলিমদের সাহায্য করবে যখন তারা নিজেরাই ঘুমন্ত,

আয়াত এবং মুসহাফ (কিতাব আকারে কোরআন) সমূহ তাদের জাগায়নি।

আমার রব, আমাদের সাহায্য করুন এবং আমাদের মাঝে আলো ছড়িয়ে দিন,

হৃদয় সমূহের উপর যার জন্য সমাধানের পথ সংকোচিত হয়ে গেছে।

ঘৃণা দ্বারা বিভক্ত হৃদয় সমূহকে মীমাংসা করে দিন

এবং হয়তবা মীমাংসা একদিন বিরোধীদের (আমাদের সাথে) এক করে দেবে।

আমাদের হৃদয় সমূহে প্রত্যয় দান করুন যাতে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যাই এবং উঁচু ভূমি দখল করি।

আমাদের সম্পাদিত পাপ সমূহ- যা আমাদের চিন্তাগ্রস্ত করে তা দূর করার মাধ্যমে আমাদের উপর রহম করুন।

আমাদের এমন তাওবাহ করার তৌফিক দান করুন যার দ্বারা

আমাদের গাফেল ব্যক্তিও জেগে উঠে।

যার ফলে আমাদের বিশাল সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে,

সমর্থক আর এমন সব পুরুষ দ্বারা পরিপূর্ণ যারা অস্ত্র বহনের জন্য মুখিয়ে আছে।

এবং আমরা আমাদের রবের বার্তাকে পুরো দুনিয়ার কাছে পৌঁছে দিতে পারবো।

আমরা যুদ্ধ করবো আর তার উপর ভিত্তি করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবো, যখন আমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত,

এবং এক সারি হয়ে থাকবো, যেন এর সৈনিকগণ

একটি দালানের ভিত্তি; তাদের সারি আলেম আর যোদ্ধা দ্বারা পরিপূর্ণ।

যাতে আপনি আমাদের উপর বিজয় আর রহমত বর্ষণ করেন, হে আমাদের প্রভু,

যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানকারীদের প্রত্যয় সত্য।